ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র
বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো

তারিখ ... 14 ... ১৯৮৮
পৃষ্ঠা ... 4 ... কলাম 5

82

কলেজ সরকারীকরণ ও বয়সোত্তীর্ণ শিক্ষক

বাংলাদেশ সরকার শিক্ষার পরিবেশ উন্নত করার লক্ষ্যে মাঝে মাঝে কিছু সংখ্যক বেসরকারী কলেজকে সরকারী করিতেছেন। উক্ত কলেজগুলিতে চাকুরীরত শিক্ষকগণকে সরকারী চাকুরীতে আত্মীকরণ করা হইতেছে। কিন্তু ঐ সমস্ত কলেজে এমন কিছু শিক্ষক আছেন সরকারীকরণের ঠিক পূর্ব মুহূর্তে যাহাদের বয়স ৫৭ বৎসর হইয়া গিয়াছে। এই কারণে ঐ সমস্ত শিক্ষক চাকুরী হইতে বাদ পড়িয়া যাইতেছেন। অতীতের সুদীর্ঘ চাকুরীর বিনিময়ে কোন সরকারী সুযোগ তাহারা পাইতেছেন না। অথচ কলেজটি বেসরকারী থাকিলে ৫৭ বৎসর উত্তীর্ণ ঐ শিক্ষক আরও ৩ বৎসর এবং এক্সটেনশন সুবিধাসহ আরও ২ বৎসর অর্থাৎ অন্যূন ৫ বৎসরকাল চাকুরীতে বহাল থাকিতে পারিতেন। এইরূপ ক্ষেত্রে সরকার ঐ সমস্ত শিক্ষকের চাকুরীচ্যুতির বিষয়টি সহৃদয়তার সহিত বিবেচনা করিয়া চাকুরীতে বহাল রাখা না হোক অন্ততঃ এক বৎসরের পূর্ণ বেতন দিয়া বিদায় করিলেও তাহাদের প্রতি সুবিচার করা হইত। বিষয়টির প্রতি মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

নকল বন্ধ করার পথ প্রসঙ্গে

ডঃ দিলওয়ার হোসেন (চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক) সাহেবের লেখা 'নকল বন্ধ করার পথ' শিরোনামের, ১লা মাঘ ১৩৯৫ তারিখের দৈনিক 'সংবাদ' পত্রিকায় প্রকাশিত পত্রটি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক সাহেব নকল রোধের জন্য শিকড় থেকে পদক্ষেপ নেওয়ার যে সুপারিশ করেছেন এটা খুবই বাস্তবসম্মত ও সময়োপযোগী। কিন্তু নকল রোধের পদক্ষেপ হিসাবে মৌখিক পরীক্ষা প্রবর্তন করার সুপারিশ বাস্তব অবস্থার প্রেক্ষাপটে যুক্তিযুক্ত নয়। প্রচলিত মৌখিক পরীক্ষা নিয়েই যেখানে বিতর্ক, সংশয়, ও প্রশ্ন রয়ে গেছে, সেখানে নতুন করে মৌখিক পরীক্ষা পদ্ধতি নকল রোধে সহায়ক হবে এই যুক্তি গ্রহণ করা কষ্টকর। বরং মৌখিক পরীক্ষা নকলবাজদের জন্য আরও সুবিধার হবে। যেখানে শতশত নম্বরের লিখিত পরীক্ষার মাধ্যমে মেধা যাচাই কষ্টকর, সেখানে সামান্য মৌখিক পরীক্ষা কতটুকু কি করবে? বর্তমান প্রচলিত মৌখিক পরীক্ষায় দেখা যায় একজন ছাত্র অনায়াসে ৮০% নম্বর পায় অথচ লিখিত পরীক্ষায় পায় অনেক কম নম্বর। বহিরাগত পরীক্ষক এসেও স্থানীয় পরীক্ষকদের সাথে সলাপরামর্শ করেই নম্বর দিয়ে থাকেন। তারপর থেকে যায় সুবচনা পরীক্ষার্থীর ব্যাপার।

সুতরাং, নকল রোধের নাম করে তথাকথিত মৌখিক পরীক্ষা প্রবর্তন করলে দুর্নীতি আরো বাড়তে পারে বলে আমার ধারণা।

নিরঞ্জন কুমার রায়,
ফিনান্স বিভাগ, ৪২৪ জগন্নাথ হল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

মাস্টার ডিগ্রীতে তৃতীয় বিভাগ পাওয়া কলেজ শিক্ষক

সরকার বেসরকারী স্কুল কলেজকে পর্যায়ক্রমে জাতীয়করণ করছেন। জাতীয়করণকৃত (আত্মীকরণ) কলেজে এক নতুন সার্কুলার শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে ইস্যু করা হয়েছে। এতে উল্লেখ রয়েছে, যে সকল শিক্ষকের স্নাতকোত্তর ডিগ্রীতে তৃতীয় শ্রেণী রয়েছে তাদেরকে অবশ্যই তিন বছরের মধ্যে মানোন্নয়ন পরীক্ষা দিয়ে দ্বিতীয় শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হতে হবে। অন্যথায় তাদের চাকরি বাতিল বলে গণ্য হবে। বর্তমান সরকারের এ [illegible] বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আর্থিক সুযোগ-সুবিধা কিছুটা বৃদ্ধি হওয়ায় ভালো শিক্ষিত লোক শিক্ষকতাকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করছে। এমন একদিন ছিলো যখন একজন বেসরকারী কলেজের প্রভাষক সরকার থেকে পেতেন অল্প কিছু টাকা। সে আমলে মেধাবী শিক্ষিত ছেলেমেয়েরা এ পেশার চিন্তা ও করতো না। বর্তমানে জাতীয়করণকৃত কলেজে অনেক তৃতীয় শ্রেণীর স্নাতকোত্তর ডিগ্রীধারী রয়েছেন। এদের মধ্যে এমন কেউ হয়তো আছেন যাদের আর সময় নেই। কাউকে হয়তো কবরে টানছে। রেগুলার ছাত্রদের মতো পরীক্ষা দিয়ে পাস করা কষ্টকর হয়ে পড়বে। বার্ধক্য জনিত কারণে অনেকে পরীক্ষার হলেও যেতে পারবেন না। প্রশ্ন শুধু একটাই, এস এস সি, এইচ এস সি, বি, এ (পাস) কিংবা বি,এ, (অনার্স) এ সব পরীক্ষায় তৃতীয় বিভাগে পাস করলে কোন আপত্তি করা হচ্ছে না। কেবল একটি পরীক্ষার উপর জোর দেয়াটা পুরোপুরি যুক্তিসঙ্গত বলে মনে হয় না। একটি কথা বলা যায় যে তৃতীয় বিভাগে পাস করা অনেক অফিসারের ক্ষেত্রে তো এমন আইন নেই। তাই শিক্ষকতা পেশার উপর এহেন কঠোর আইন শিথিল করা মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে কাম্য। মহামান্য সরকার মহোদয়ের কাছে আবেদন, স্নাতকোত্তর ডিগ্রীধারীদের মানোন্নয়ন পরীক্ষার কঠোর আইনটি বহাল রেখে জাতীয়করণকৃত কলেজের তৃতীয় শ্রেণীতে উত্তীর্ণ শিক্ষকদের ভবিষ্যৎ অনিশ্চয়তার পথে ঠেলে দেবেন না।

মোহাম্মদ আজিজুল হক,
প্রভাষক বাংলা বিভাগ,
রায়পুর সরকারী কলেজ
রায়পুর, লক্ষ্মীপুর।